যায়যায়দিন

তারিখ ... 14 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

জবিতে বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার নিয়ে আশঙ্কা

মামুন হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া কয়েকশ কোটি টাকার সম্পত্তির হিসাবের প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ জন্য গত বছরের নভেম্বরে ১৮ লাখ টাকায় একটি অডিট ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়। গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে প্রতিষ্ঠানটি অডিট কাজ শুরু করে। বিলুপ্ত সরকারি জগন্নাথ কলেজের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, হল, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার নিয়মবহির্ভূত লেনদেন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছে ফার্মটি। বেহাত হওয়া সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা জানতে অডিট ফার্মটি তিনটি ধাপে হিসাব-নিকাশ পরিচালনা করে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ১৯৬৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজ পর্যায়, ২০০৫ থেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার পর প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন পর্যন্ত এবং ২০০৬ সাল থেকে বর্তমান উপাচার্যের সময়কাল পর্যন্ত তিন ধাপে প্রাথমিক অডিট কাজ শেষ করে প্রতিষ্ঠানটি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ১৯৮৯ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প শুরুর আগ পর্যন্ত পরিবহন, সেমিনার, দালান সংস্কারসহ বিভিন্ন খাতে স্বচ্ছ হিসাব নেই কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পরপরই ২০০৫-০৬ সেশনে ভর্তি বাণিজ্য করে একটি চক্র অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার ফরমে যেখানে ৫ টাকা খরচ হয় প্রতিটি ফরম সেখানে ১২৫ টাকা খরচ দেখিয়ে শিক্ষক ও প্রশাসনের একটি চক্র আত্মসাৎ করেছে অর্ধ কোটি টাকা। এদিকে বেহাত হওয়া হল উদ্ধারের দাবিতে প্রায়ই শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছে। এ জন্য গত বছর বেদখল সম্পত্তির যথাযথ পরিসংখ্যানপত্র তৈরির উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ।

এতো কিছুর পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া শত কোটি টাকা মূল্যের ১২টি আবাসিক হল উদ্ধার করা আদৌ সম্ভব হবে কি না এ ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, দখল হওয়া ১২টি হলের কোনো নথিপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। এ কারণে অডিট ফার্মটি কয়েক দফা সময় বাড়িয়েও সুবিধা করতে পারেনি। ছাত্রদের আবাসনের জন্য লিজ এবং নিজস্ব ক্রয়কৃত জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয় এ ছাত্রাবাসগুলো। পুরনো ঢাকার আনাচে-কানাচে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এ হলগুলো দীর্ঘদিন ধরে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি দখল করে আছে। বেহাত হয়ে যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো সফল পদক্ষেপ নিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বেদখল হওয়া হলগুলোর মধ্যে রয়েছে আরমানিটোলার আবদুর রহমান হল, মাহুতটুলির হাবিবুর রহমান হল, টিপু সুলতান রোডের যদুনাথ বসাক লেনের সাইদুর রহমান ও রউফ মজুমদার হল, গোপী বসাক লেনের নজরুল ইসলাম হল, রামাকান্ত মজুমদার লেনের শহীদ আজমল হোসেন হল, কুমারটুলির এরশাদ হল, মালিটোলা বংশালের বজলুর রহমান হল, ঈশ্বরচন্দ্র দাস লেনের বাণী ভবনের একাংশ, তাঁতিবাজার ঝুলুনবাড়ী লেনের শাহাবুদ্দীন হল। অভিযোগ আছে এগুলো তৎকালীন কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রনেতাদের যোগসাজশে দখল করে নিয়েছে ভূমি জালিয়াত চক্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা।

চার দশকের অনিয়মের অডিট শেষ

এ ব্যাপারে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, বেশির ভাগ হলই বেদখল হয়ে যায় স্বাধীনতার পরই। দীর্ঘদিন কর্তৃপক্ষ এগুলো উদ্ধারে কোনো পদক্ষেপ না নেয়ায় আবাসিক ব্যবস্থা থাকতেও তীব্র আবাসন সঙ্কটে ভুগছে শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান যায়যায়দিনকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সব সম্পত্তির প্রকৃত হিসাব জানতে নিয়োগকৃত অডিট ফার্মটি প্রাথমিক হিসাবের কাজ শেষ করেছে। তিনি বেদখল হওয়া হলগুলোর ব্যাপারে বলেন, চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকারের সহযোগিতায় বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।